জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রয়াত শিল্পী

প্রয়াত পদ্মবিভূষণ শিল্পী পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার ভোর ৪টেয় নিজের বাড়িতেই মারা যান

কমলা সতর্কতা

আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কমলা সতর্কতা জারি কলকাতায়। নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত। ঝড়ের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৭৫ কিমি

মধ্যপ্রদেশে সরকারি চাকরি হারানোর ভয়ে সন্তানকে পাথর চাপা দিল বাবা

তামিলনাড়ুতে এক তরুণীকে গণধর্ষণ, ধৃত দুই পুলিশকর্মী

বিশেষ ই-সংখ্যা ● ৩ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১৬ আশ্বিন ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ৮ পাতা ● Special E-edition ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 3 OCTOBER, 2025 ● 8 Pages ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কলকাতার দুর্গোৎসব মুম্বইয়ের গণেশপুজোকেও হার মানাবে

মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে শিল্পের সহায়ক পরিবেশ রাজ্যে : জিন্দাল

বাংলায় আরও বিনিয়োগ

প্রতিবেদন : বাংলায় ফের বড় বিনিয়োগ করতে চলেছে জেএসডব্লু গ্রুপ। বৃহস্পতিবার কলকাতায় নিজেই এই সুখবর জানিয়েছেন ওই গ্রুপের কর্ণধার সজ্জন জিন্দল। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যেই বাংলায় একাধিক বিনিয়োগ করেছি আমরা। আরও বেশ কিছু বিনিয়োগ পরিকল্পনা রয়েছে বাংলার জন্য।

অরূপের মণ্ডপ দেখে জিন্দল বললেন, বাংলাই স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান

রাজ্যে শিল্পবান্ধব অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন জিন্দল। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাংলা আজ শিল্প মানচিত্রে অনন্য জায়গায় পৌঁছেছে। তিনি বাংলার জন্য অনেক কাজ করছেন। তাই আমরাও এ-রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছি। তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা জিন্দল বলেন, আমি বাংলার শিল্পী ও শিল্পের সঙ্গে জড়িত স্কুল-কলেজ নিয়ে কাজ করতে চাই। কারণ বাংলা ছাড়া এই উচ্চমানের শিল্পকাজ অন্য কোথাও হয় না। আমি মুম্বইয়ে থাকি। তারপরেও একথা বলছি। শিল্পে বাংলাই সেরা।

এদিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘের পুজোতে যান সস্ত্রীক সজ্জন জিন্দল। মণ্ডপ এবং থিম দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁরা। জিন্দল বলেন, যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের-বিপ্লবীদের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তা দেখার মতো। এটা বাংলা ছাড়া আর কোথাও সম্ভব নয়। পুরো মণ্ডপের ভিডিওগ্রাফি করেছে জিন্দলের টিম। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এটা ধরে রাখছি কারণ অবসর সময়ে দেখব। বাচ্চাদের দেখাব। এগুলি আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবে।

এদিন মণ্ডপে সস্ত্রীক জিন্দলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। গোটা মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখান। বুঝিয়ে দেন থিমের খুঁটিনাটি। মাকে প্রণাম করে মন দিয়ে মণ্ডপ ঘুরে দেখেন তাঁরা। এদিন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যুৎ দফতরের সচিব শান্তনু বসুও।

সুরুচি সংঘের মণ্ডপে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সস্ত্রীক শিল্পপতি সজ্জন জিন্দল। ছিলেন রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু। বৃহস্পতিবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ক্ষত

শূন্য এ ক্ষত
যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে
তেভাগা আন্দোলনের
অভাগা অদৃশ্য
হৃদয় সংশিত
জীবন ভগ্নশেষে
ক্ষত দগ্‌দগ্ জ্বালাচ্ছে
ভাবতেই পারিনি
জীবনের শেষাংশে
তেভাগার অভাগাদের
আবার তেভাগা কাঁদাবে।।

সেদিন যা ছিলো বিপ্লব
আজ তা অধুরা আপদ
স্মৃতির সরণিতে ধাক্কা দিচ্ছে
কোথায় হারানের সব
তুমিও আছো আমিও আছি
নেই শুধু এক শব্দ
বিপ্লবের নামে বিপ্লব হয়েছে
অথচ বিপ্লব আজ জব্দ।।

যোগীরাজ্যে বৃষ্টির জলে ডুবল যাত্রী-সহ আস্ত গাড়ি

প্রতিবেদন : এই না হলে ডবল ইঞ্জিন! বিজেপি রাজ্যে এমন বেহাল অবস্থা যে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় বুক সমান জল। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় আটকে হাবুডুবু খেলেন সওয়ারি এক বৃদ্ধ। সম্প্রতি এমনই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যা বিজেপির ডবল ইঞ্জিনের অস্থিচর্মসার অবস্থা প্রকট করে দিয়েছে।

এক রাতে তিন ঘণ্টায় ৪০ বছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টির পরও কলকাতার এমন বেহাল অবস্থা হয়নি। মাত্র একদিনেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তারপরও বিজেপি-সহ বিরোধী দলগুলির কটাক্ষের শেষ নেই। এবার কী বলবে বিজেপি? সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তরপ্রদেশের মথুরার যে ছবি ধরা পড়েছে, তা তো ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ। ভিডিও-য় দেখা যাচ্ছে বুক সমান জলে একটি গাড়ি ভেসে যাচ্ছে। সেখানে এক বৃদ্ধ বন্ধ গাড়িতে আটকে রয়েছেন। চিৎকার করছেন সাহায্য চেয়ে। শেষে কোনওক্রমে তাঁকে গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। (এরপর ৭ পাতায়)

নিজের লেখা গান পোস্ট করে বিজয়ার শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : চারিদিকে বিষাদের সুর। বিজয়া দশমী। নবমী নিশি পার হওয়ার পর থেকেই মন কেমনের পূর্বাভাস। সবার মুখেই শোনা যাচ্ছে, আবার এসো মা। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্সে লিখেছেন, এক মুঠো ফুল দাও না মাগো, এক মুঠো ফুল দাও...। সকলকে বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এদিন আপনাদের সবার সঙ্গে আমার লেখা ও সুর করা এবং জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের গাওয়া আরও একটি পুজোর নতুন গান শেয়ার করে নিচ্ছি। সঙ্গে একটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। শুধু তাই নয়, দশমীর দিন উত্তর ভারত-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে দশেরা পালিত হয়। (এরপর ৭ পাতায়)

বৃষ্টি মাথায় করেই বাংলায় প্রতিমা ভাসান, বিজয়া দশমী

প্রতিবেদন : 'যেতে নাহি দিব। হায়, তবু যেতে দিতে হয়...' প্রাণের উৎসবের শেষলগ্নে রবি ঠাকুরের শব্দ ধার করে এবার চোখের জলে উমাকে বিদায় জানানোর পালা। মেঘাচ্ছন্ন বাংলার আকাশে তাই আজ বিজয়া দশমীর বিষাদের সুর। ষোলোআনা রীতি মেনে দেবীবরণ, সিঁদুরখেলা শেষে দেবীকে নিরঞ্জনের পালা। আবার একটা বছরের অপেক্ষা। শারদোৎসবের অন্তিম সন্ধ্যায় নিম্নচাপের বৃষ্টি-দুর্যোগ উপেক্ষা করে বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে উমাকে বিদায় জানাল বাঙালি। ঘাটে-ঘাটে কড়া নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন ও পরিচালনায় ফুলমার্কস পেল (এরপর ৭ পাতায়)

শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনের মুহূর্ত। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
3 October, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৬ উত্তমকুমারের (১৯২৬-১৯৮০) জন্মদিন। বাংলা চলচ্চিত্রের এই রোম্যান্টিক নায়কের আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪১-এ প্রথম ছবি 'দৃষ্টিদান'। সাড়া জাগান ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ অভিনয় করে। তখন থেকেই বাংলা ছবিতে দর্শক টানতে শুরু করে উত্তম-সুচিত্রা জুটি। উত্তম অভিনীত শতাধিক ছবির মধ্যে কিছু হিন্দি, কিন্তু অধিকাংশই বাংলা। তাঁর পরিচালিত 'বন পলাশীর পদাবলী' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও বাঙালি মহানায়ক বলতে উত্তমকুমারকেই বোঝে।

১৬৫৮ অলিভার ক্রোমওয়েল (১৫৯৯-১৬৫৮) এদিন প্রয়াত হন। এই ইংরেজ সেনানায়ক ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর বাহিনী নিয়ে সেদেশের পার্লামেন্ট আক্রমণ করেন ও রাজা প্রথম চার্লসকে সিংহাসনচ্যুত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন। আমৃত্যু তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথের লর্ড প্রোটেক্টর ছিলেন। ম্যালেরিয়া ও কিডনির অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৬১ সালে প্রথম চার্লসের দ্বাদশ নিধন দিবসে ক্রোমওয়েলের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং তাঁর মুন্ডু কেটে ওয়েস্টমিনস্টার হলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৭৮৩ গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল প্যারিস চুক্তি। এর ফলে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরাস্ত করতে ব্রিটেন ৬০ হাজার সেনা পাঠায় আমেরিকায়। বিদ্রোহীরা পাশে পায় ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যান্ডকে। জর্জ ওয়াশিংটনের বাহিনী ইয়র্কটাউনে লর্ড কর্নওয়ালিসের সেনাদের ঘিরে ফেললে ব্রিটেন হার স্বীকারে বাধ্য হয়।

১৯৫৬ যীশু দাশগুপ্ত (১৯৫৬-২০১২) এদিন অধুনা বাংলাদেশের যশোরে জন্ম নেন। বাংলা ছোট পর্দায় ধারাবাহিক পরিচালনা করে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলির মধ্যে আছে 'বালিকা বধূ', 'চুনি-পান্না', 'কুয়াশা যখন', 'তিথির অতিথি', 'শিশিরের শব্দ' প্রভৃতি। অভিনয় করেছেন 'অভিনয় নয়' ও 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছবিতে। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

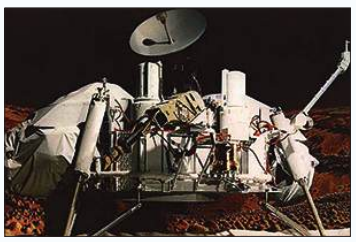

১৯৭৬ ভাইকিং ২ নামল মঙ্গল গ্রহে। এই মার্কিন মহাকাশযান এদিন থেকেই পৃথিবীতে পাঠাতে শুরু করে লাল গ্রহের ছবি। ভাইকিং ২-এর পাঠানো নমুনা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন মঙ্গলের মাটিতে সিলিকন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম ও টাইটেনিয়াম রয়েছে। তবে লাল গ্রহে প্রাণ আছে কি না, সে-বিষয়ে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাঠাতে পারেনি ভাইকিং ২।

১৯৩৯ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন (১৮৬৯-১৯৪০) এদিন সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে একটি বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়ে দেন ইংল্যান্ড নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চলেছে। পোল্যান্ড থেকে হিটলার সেনা প্রত্যাহার না করায় এই যুদ্ধ। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। যে পোল্যান্ডকে ঘিরে এই যুদ্ধের সূচনা, সেই পোল্যান্ড কিন্তু ১৯৪৫-এ যুদ্ধের অবসানেও মুক্তির স্বাদ পায়নি। শুধু নাৎসি বাহিনীর জায়গা নিয়েছিল সোভিয়েতের লাল ফৌজ।

২০১৫ চন্দ্রবাহাদুর দাঙ্গি (১৯৩৯-২০১৫) এদিন মারা যান। তাঁর উচ্চতা ছিল এক ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি। তিনি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মানুষ হিসেবে গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অঙ্কুশ

■ রাজ চক্রবর্তী, সঙ্গে শুভশ্রী

■ ইধিকা পাল

কর্মসূচি

■ আরএমএস মাঠে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের পুজোয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বৃহস্পতিবার প্রতিমা নিরঞ্জনের পদযাত্রায় হাঁটলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৪

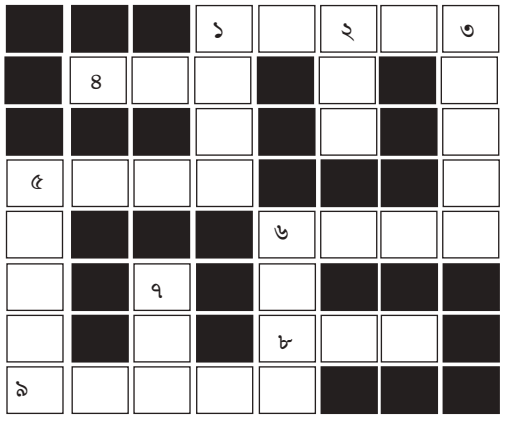

পাশাপাশি : ১. কুবের ৪. আহ্বানসূচক, হাজির হওয়ার নির্দেশসংক্রান্ত ৫. আকাশ ৬. বৈদূর্য মণি ৮. নিন্দা ৯. উদারহৃদয়, প্রশস্তচিত্ত।

উপর-নিচ : ১. অন্যায় বিচার, জুলুম ২. পৃথিবী ৩. যে কৌশল করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে, মতলববাজ ৫. জ্যোতিষী ৬. সম্পূর্ণ, পুরোপুরি ৭. বাতিল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৩ : পাশাপাশি : ১. বেহুঁশ ৪. মধ্যমলোক ৬. নন্দন ৭. সন্তমস ৯. ফরাকত ১২. আগাম ১৩. কন্দুকভূমি ১৪.রঙ্গিলা। **উপর-নিচ:** ১. বেইনসাফ ২. শমন ৩. তামরস ৫. কসম ৮. সর্বমঙ্গলা ১০. রাজক ১১. তঞ্চকতা ১২. আমির।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

3 October, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩ অক্টোবর ২০২৫
শুক্রবার

হাওড়ার নিখোঁজ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হল চন্দননগরের আবাসন থেকে। মৃতের নাম ওয়াসিম আক্রম(৩০)। নবমীর সন্ধায় চন্দননগর থানার পুলিশ একটি আবাসনের তিনতলার দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে

পুরসভা-পুলিশই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ

■ পুলিশ-পুরকর্মীদের নজরদারিতে গঙ্গার ঘাটে নিরঞ্জন। ছবি — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বিঘ্নে নিরঞ্জন

প্রতিবেদন : মন খারাপের দশমীতে বিষাদের সুরে উমাকে বিদায় জানাল বাঙালি। কলকাতার একের পর এক গঙ্গার ঘাটে হল কয়েকহাজার প্রতিমার নিরঞ্জন। আর শহর জুড়ে হাজারও শোভাযাত্রা আর প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন-পরিচালনায় ফুলমার্কস পেল পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসন। প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবছরও গঙ্গার ঘাটগুলির ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তায় বাড়তি নজর রয়েছে রাজ্যের। পুলিশ ও পুরসভা সূত্রে খবর, খিদিরপুরের দইঘাট থেকে শুরু করে জাজেস ঘাট, বাবুঘাট, বাজেকদমতলা, নিমতলা, কুমোরটুলি, আহিরীটোলা ও বাগবাজার ঘাটে বৃহস্পতিবার বনেদিবাড়ি, বারোয়ারি কিংবা আবাসনের পুজো মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক প্রতিমার নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়।

এদিকে দুর্যোগের আশঙ্কা থেকে বুধবার বিশেষ জরুরি বৈঠক ও ঘাট পরিদর্শনের পর দশমীর সন্ধ্যায় পুর-কমিশনার ধবল জৈনকে সঙ্গে নিয়ে ফের বাজে কদমতলা ঘাটে হাজির হন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থাপনা তদারক করেন মহানাগরিক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, পুরসভা সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দলও প্রস্তুত রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও যাতে প্রতিমা বিসর্জনে কোনও অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ নজর আছে। আবার প্রতিমার রঙের কেমিক্যাল মিশে যাতে গঙ্গাদূষণ না হয়, সেদিকেও নজর থাকছে। দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে একজন করে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত রেখেছে পুরসভা।

এছাড়াও বিসর্জনের প্রস্তুতিতে গঙ্গার ঘাটগুলির জন্য আলাদা আলাদা স্বেচ্ছাসেবকদল মোতায়েন করা হয়েছে। তারা দিনরাত ঘাটগুলিতে টহল দেবে। প্রতিটি ঘাটে ক্রেন, অস্থায়ী আলোকসজ্জা, লাইফবোট, ডুবুরিদল ও বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বড় পুজোগুলির পাশাপাশি ছোট বারোয়ারি পুজো বা বাড়ির ঠাকুরের বিসর্জনেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় জলাশয়ে প্রতিমা বিসর্জনে নিরাপত্তা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্লাব কর্তাদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, নির্বিঘ্নভাবে বিসর্জনের শোভাযাত্রা পরিচালনায় বিশেষ রুট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। মোট ২৩৮টি রুটকে নজরদারি রুট হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় হাজার-হাজার পুলিশকর্মী ডিউটিতে রয়েছেন। আবার শহরের ১৩টি বড় মণ্ডপে প্রতিমার গায়ে থাকা সোনা-রুপোর গয়নাগুলি রক্ষার জন্য আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রতিটি মণ্ডপে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশকর্মী এবং অন্তত দু'টি সিসিটিভি ক্যামেরা রাখা হয়েছে।

গান্ধী-জয়ন্তী

■ বিধানসভায় শ্রদ্ধা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

■ মেয়ো রোডে জাতির জনকের মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধা নিবেদন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও মন্ত্রী অরূপ রায়ের।

■ কলকাতা পুরসভার সদর দফতরে মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

শেষবেলায় নিম্নচাপের বৃষ্টি শহরে জারি কমলা সতর্কতা

প্রতিবেদন : আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়ে দশমীর সকাল থেকেই শুরু দুর্যোগ। মায়ের বিদায় বেলায় যেন আকাশও অঝোর ধারায় কেঁদে উঠল। আজ সকাল পর্যন্ত কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। আকাশ মেঘলা থাকবে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আজ ভোরের মধ্যে গোপালপুর ও পারাদ্বীপের মাঝখান দিয়ে ওড়িশা ও সংলগ্ন অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে। এর ফলে বৃষ্টির দাপট থাকবে। অতিবৃষ্টির কারণে হুগলি নদীতে নৌপথ ও রাস্তার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও দুর্যোগের পরিমাণ বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সোমবার থেকে বদলাবে আবহাওয়া।

আনন্দ শেষে বিষাদের সুর

সংবাদদাতা, হুগলি : এবার স্বামীর ঘরে ফেরার পালা। আবার একটা বছরের অপেক্ষা। পাঁচ দিনের আনন্দকে ভুলিয়ে এখন মানুষের মনে বিষাদের সুর। দশমীর সকাল থেকেই তাই হুগলির কোন্নগরে ঘোষাল বাড়িতে মন খারাপ। বরণ শেষে সিঁদুর পরিয়ে মাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিরঞ্জনের পথে।

■ নিরঞ্জনের আগে সিঁদুরখেলার মুহূর্তে। বৃহস্পতিবার।

৫৭১ বছরের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন পূজাগুলির মধ্যে একটি। এই বাড়িতে দশমীর সকালে বাড়ির মহিলারা ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাত খেয়ে ঠাকুরকে বরণ করেন। তার পর নির্ধারিত সময়ে মাকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গায় নিরঞ্জনের জন্য।

একসঙ্গে মহিলারা নাড়ু বানানো থেকে শুরু করে ঠাকুর পূজার আয়োজন সব কাজই করেন। পুজো উপলক্ষে দূর-দূরান্তে থাকা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা সকলেই বাড়ি ফিরে আসেন।

পান্তা, কচুশাক খেয়েই ইছামতীর দিকে পাড়ি দিলেন উমা

সুমন তালুকদার • বসিরহাট

মেয়ের বাপের বাড়ি ঘোরা শেষ। এবার গুটি গুটি পায়ে কৈলাসের পথে পাড়ি দিলেন উমা। তাই নিয়ম মেনেই বাড়ির মেয়েকে পান্তা ভাত, কচুশাক, চালতার চাটনি খাইয়ে স্বামীর ঘরে পাঠালেন টাকি রাজবাড়ির সদস্যরা। এই প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে শুরু হল টাকির শতাব্দীপ্রাচীন বিসর্জন। এখন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইছামতীতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে বিষাদের সুর।

দুই বাংলার বুক চিরে বয়ে যাওয়া ইছামতী নদীতেই মূলত দুই দেশের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে দুই বাংলার মানুষ ভিড় জমান ইছামতী নদীর পাড়ে।

নিয়ম মেনে আজও টাকি রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনে কোনও যানবাহনের ব্যবহার হয় না । ২৪ বেয়ারার কাঁধে করেই ইছামতীর ঘাটের দিকে যান উমা। পুরনো রীতিনীতি ও ঐতিহ্য মেনে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর ঠাকুর দালানে বসে সকলে মিলে পান্তা ভাত, কচুশাক, আলু সিদ্ধ, আলু ভাজা ও মিষ্টি খেয়ে থাকেন।

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলছে ইছামতী নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন।

এদিকে, প্রতিমা নিরঞ্জন ঘিরে টাকির ইছামতী নদীতে সকাল থেকেই তুমুল ব্যস্ততা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে। রয়েছে প্রতিবেশী দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কড়া নজরদারিও। ইছামতীর মাঝ বরাবর লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়ে দুই বাংলার সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ইছামতীতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের শতাব্দীপ্রাচীন রেওয়াজ। ভৌগোলিক বিভাজন ভুলিয়ে দিয়ে দুই দেশের মানুষকে এক করে দেয় এই দিনটা। এই নিরঞ্জনকে ঘিরে একেবারে অন্যরকম আবেগ এবং অনুভূতি কাজ করে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মানুষের।

এদিন বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে ইছামতী নদীর পাড়ে ভিড় জমান ভক্তরা।

সম্পাদকীয়

3 October, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুঝিয়ে দিলেন

দেশের অন্যতম বড় শিল্পপতি জিন্দল গ্রুপ। বৃহস্পতিবার সুরুচি সংঘের মণ্ডপ এবং প্রতিমা দেখে তিনি কার্যত আপ্লুত। দেশের অন্যতম সেরা শিল্পপতি যখন বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে মন্তব্য করছেন, তারপর বোধ হয় বিরোধী দলগুলির আপাতত পাঁচ বছর মৌনব্রত নেওয়া উচিত। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে চক্রান্ত করে চলেছে, তখন জিন্দল বলছেন, বাংলাই হল সংস্কৃতির পীঠস্থান। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি। একজন শিল্পপতি যখন বাংলার ইতিহাস নিয়ে জেনে-বুঝে প্রশংসা করেন তখন বোঝাই যায়, যারা অপপ্রচার করে তারা আসলে রাজনৈতিক যুদ্ধে হেরে গিয়ে মিথ্যাচারের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। জিন্দল এখানেই থামেননি, বাংলায় আগামী শিল্পের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। বাম আমলের খরা কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন সে-কথা জানিয়ে বলেন, আগামী দিনে আরও লগ্নি শুধু আসবে তাই নয়, জিন্দল গোষ্ঠীও বিনিয়োগ করবে। রাজ্যের বিরোধী দল জিন্দলদের কথা বোধ হয় শুনতে পেয়েছে। নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে এই কথাগুলো তাঁর স্বতঃপ্রণোদিত। এবার তাঁরা কুৎসা বন্ধ করে বাংলার উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে দিন। মনে রাখবেন, বাংলার উন্নয়ন মানে তাঁদেরও উন্নয়ন। এই সারসত্যটা না বুঝতে পারলে বামেদের মতো তারাও ছাব্বিশের ভোটে মহাশূন্যে বিরাজ করবে।

e-mail থেকে চিঠি

আরএসএস ও গান্ধী

স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল আরএসএস। বস্তুত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একটাই যোগাযোগের দাবি করতে পারে আরএসএস। এবং সেটি হল ভি ডি সাভারকর। আর সি মজুমদার নথিবদ্ধ করে গিয়েছেন, ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর সাভারকর ব্রিটিশের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে একটি আর্জি পেশ করেছিলেন এবং তাতে তাঁকে আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানান। তাঁর সেই আর্জিতে ব্রিটিশকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন: 'যে কোনও ব্যক্তি যিনি অন্তর থেকে ভারতের ও মানবজাতির মঙ্গল চান, তিনি কখনওই অন্ধভাবে সেই কাঁটা বিছানো পথে পা দেবেন না যে পথ ১৯০৬-০৭ সালে উত্তেজনায় ভরা ও আশাহীন পরিস্থিতিতে শান্তি ও প্রগতির পথ থেকে আমাদের প্রতারিত করে ভুলপথে নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, যদি সরকার তাদের বহুবিধ বদান্যতা দেখিয়ে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে আমাকে মুক্তি দেয়, তাহলে আমি ইংরেজ সরকারের সাংবিধানিক প্রগতি ও আনুগত্যের সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারব না এবং সেটাই হল সাংবিধানিক প্রগতির প্রাথমিক শর্ত'। হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে সাভারকর এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে, হিন্দু মহাসভার কোনও সদস্য বা সংগঠনপন্থী কেউ যেন ১৯৪২-এর ভারত ছাড়োর মতো আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে। আরএসএসের অন্যতম শীর্ষনেতা নানাজি দেশমুখ একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''কেন সংগঠন হিসাবে আরএসএস মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেয়নি? এছাড়াও পুরো জাতীয় আন্দোলনের পর্ব জুড়ে আরএসএস সবসময় ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছে। এই সব দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের কট্টর বিরোধী ছিল। ঘটনাচক্রে গান্ধী হত্যার বিচারে সাভারকর রেহাই পেয়েছিলেন এই মামলার রাজসাক্ষীর বিবৃতির সঙ্গে অন্যান্য প্রমাণাদির অসঙ্গতির কারণে। সেটা ছিল ফৌজদারি দণ্ডবিধির একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট মাত্র। মহাত্মার ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলাল লিখেছেন: 'গান্ধী হত্যার পর এক তরুণের কাছ থেকে সর্দার প্যাটেল একটা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠির বয়ান অনুযায়ী সেই তরুণকে ভুল বুঝিয়ে আরএসএস-এর সংগঠনে শামিল করা হয়েছিল কিন্তু পরে তার মোহভঙ্গ হয়। চিঠিতে সেই তরুণ লিখেছেন, কীভাবে কয়েকটি এলাকায় আরএসএসের সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একটা সুসংবাদ শোনার জন্য তারা যেন সেই ভয়ঙ্কর শুক্রবারে তাদের রেডিও সেট চালু রাখে। গান্ধী হত্যার খবরটা জানার পর দিল্লি-সহ বেশ কিছু জায়গায় আরএসএসের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে মিষ্টি বিলি করা হয়েছিল।' এরপরেও কি বলতে হবে, আরএসএস কী চায়? কেন চায়? আগামী নির্বাচনে ভারতকে বাঁচাতে এদের একটা ভোটও নয়। —গৌতম প্রামাণিক, শিয়ালদহ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

শাস্ত্রীজির পতাকা বইবে ওরা!

২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর মতো লালবাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মদিবস। বিজয়া দশমীর দিন শতবর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত আরএসএস-এর সাধ্য কী যে গান্ধী-শাস্ত্রীর পরম্পরা বহন করে! সাধ থাকলেও সে সামর্থ্য নেই ওদের। লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

বিজয়া দশমী আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠা তিথি। শতবর্ষ আগে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা।

গতকাল ছিল এবছরের বিজয়া দশমী। ২ অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিবস।

আরএসএস চিরকাল গান্ধীর চিন্তা দর্শনের সামূহিক বিনাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আর এখন গৈরিক সংঘ পরিবার লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরম্পরাকে নিজেদের বলে চালাতে চাইছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস ব্রিটিশের দালালি করে কাটিয়েছে। এখন তাদের এবং তাদের পরম্পরার উত্তরসূরি বিজেপি দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক পরম্পরার মিথ্যা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিজেদের লোক হিসেবে দেখাতে উদ্যোগী। এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণেই আরএসএস তথা বিজেপি সহ গোটা গেরুয়া-পরিবার শাস্ত্রীজিকে গিলতে চাইছে।

এবং এই প্রবণতা ইদানীং স্পষ্টতর হচ্ছে।

আরএসএস-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র 'অর্গানাইজারে'র একটি নিবন্ধে শাস্ত্রীকে 'একনিষ্ঠ কংগ্রেসম্যান' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন আদবানি। লিখেছিলেন, নেহরুর মতো, লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি জনসংঘ এবং আরএসএসের প্রতি কোনও আদর্শগত বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণের পর ১ জুন, ১৯৬৪ থেকে ১১ জানুয়ারি, ১৯৬৬ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৬০ সালে 'অর্গানাইজারে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদানকারী আদবানি বলেন, সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বেশ কয়েকবার শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং প্রতিবারই এই উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট চেহারার কিন্তু বিশাল হৃদয়ের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে তাঁর ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিল।

বাদ যাচ্ছেন না মোহন ভাগবতও। তিনি শাস্ত্রীজিকে 'লোক নেতা', এবং 'গণনেতা' বলে উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

এই ঔদার্য, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা কিন্তু গান্ধী কিংবা নেহরুর বিষয়ে অপ্রদর্শিত। অথচ ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের (অক্টোবর-নভেম্বর) পর নেহরু,উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বস্ত জওহরলাল নেহরু ১৯৬৩ সালের ২৬ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসে আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের অংশ নিতে বলেছিলেন আর লালবাহাদুর শাস্ত্রীই নেহরুর বার্তা আরএসএসকে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সেসব না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু এই মোদি -পক্ষর গৈরিক হিন্দুত্ববাদীরা কি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরম্পরা বহনের যোগ্য?

গুজরাতে আরএসএস প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে একজন নম্র ব্যক্তিত্ব (an unassuming personality), ভিত্তিপ্রস্তর (foundation stone) এবং অখ্যাত জাতীয়তাবাদী (unsung nationalist) হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল তিনি সংবর্ধনা এবং সম্মাননা থেকে দূরে থাকতেন।

আচ্ছা, মোদিজির ক্ষেত্রে কি আমরা উল্টোটাই দেখি না? সংবর্ধনা এবং সম্মাননা থেকে দূরে থাকা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, তাঁর আচার-আচরণে কি এমনটাই মনে হয় না?

নইলে কোন আক্কেল কলকাতার দুর্গাপুজো তাঁর উদ্যোগে, কেন্দ্রের চেষ্টাতেই ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে বলে দাবি করে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি? ২০২৬-এর নির্বাচনী প্রচারের অংশ এই মিথ্যাচার, সেটা বুঝতে কি কারও বাকি আছে?

প্রচারলোভী প্রধানমন্ত্রী ডাহা মিথ্যা বলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার পুজোর বিষয়ে কোনও নজর দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে এসে পুজোর ঐতিহ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও বিশ্বায়নে নজর দিয়েছেন। সব ফাইল রাজ্যই তৈরি করে পাঠিয়েছিল। কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্র ডাক পিয়নের ভূমিকা নিলে সেই কৃতিত্ব তাদের হয়ে যায় না।

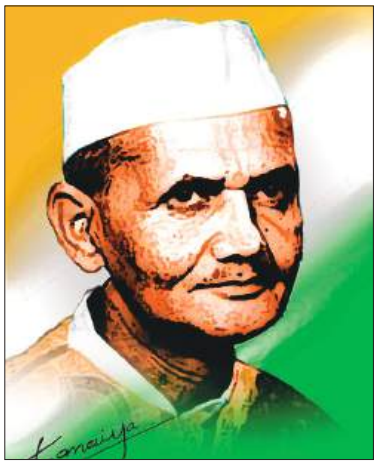

২০২১ সালে বাংলার শারদোৎসব ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি উদ্যোগেই সমস্ত নথি ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদি তখন বহুবার বাংলায় এসেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে এনিয়ে মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। এখন হঠাৎ ২০২৫ সালে এসে কেন তিনি এই দাবি করছেন? বোঝাই যাচ্ছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ এই মিথ্যাচার, চলতি বাংলায় যাকে বলে 'ঢপবাজি'। এই মিথ্যে 'ফোকাস' খাওয়ার চেষ্টা নিঃসন্দেহে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তখন রেলমন্ত্রী। তিনি কোন সাধারণ নাগরিকের মতোই প্যাসেনজার ট্রেনে বাড়ি এসে মাকে দেখেই আবার চলে যেতেন। একদিন তাঁর মা জিজ্ঞাসা করে বসলেন, দিল্লিতে তুই কী করিস? উত্তরে শাস্ত্রী মাকে বললেন, ভারতীয় রেলে ছোট্ট একটা কাজ করি। মা পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, তুই রোজ রোজ বাড়ি আসিস না কেন? সোজা উত্তর, ছুটি পাই না তাই আসতে পারি না। মা বললেন, ঠিক আছে ছুটি না পেলে আসার দরকার নেই। আমি গিয়েই তোকে দেখে আসব। কেমন করে যাব, শুধু তাই বল। শাস্ত্রীজি বললেন, তুমি এখান থেকে ট্রেনে উঠে দিল্লি স্টেশনে নামবে। তারপর স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে বললেই তিনি আমাকে ডেকে দেবেন।

পরের সপ্তাহে ছেলের জন্য ভালমন্দ খাবার বানিয়ে দিল্লি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলেন তাঁর মা। মা জানতেন না দিল্লির গাড়ি কখন আসে এবং কখন ছেড়ে যায়। তাই তিনি স্টেশনে পৌঁছেই দেখলেন একটি গাড়ি ছেড়ে গেল। পরের গাড়ির অপেক্ষায় তিনি একটি গাছতলায় বসে পড়লেন। তাঁকে একা বসে থাকতে দেখে একজন কুলি জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি মা তুমি কোথায় যাবে? বিড়বিড়িয়ে বললেন, দিল্লি।

—দিল্লির গাড়ি তো এইমাত্র ছেড়ে গেল।

—তাতে কী হয়েছে। আবার যে গাড়ি আসবে সেই গাড়িতেই উঠে পড়ব।

—সেই গাড়িতো আসবে বিকেলে।

—তাহলে বিকেলেই যাব।

আর একজন জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি মা তুমি দিল্লিতে কার কাছে যাবে? তিনি বললেন, ছেলেকে দেখতে যাব।

—তোমার ছেলের নাম কী? —আমার ছেলের নাম লাল।

—তোমার ছেলে দিল্লিতে কী করে?

—দিল্লি রেল স্টেশনে কাজ করে।

লোকজন হাসাহাসি করে বলে উঠল, হায় হায় তুমি তো তাহলে রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মা!

না-না। আমার ছেলের নাম তো কেবলই লাল। আর সে তো মন্ত্রী না।

হইহুল্লোড় দেখে এলেন স্টেশন মাস্টার। তিনি তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে অফিস রুমে বসালেন। এরপর কয়েকটি প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলেন যে, এই বুড়িই রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মা। তিনি বিষয়টি তার বার্তায় দিল্লিতে জানিয়ে দিলেন।

বিকেলের ট্রেনে রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এসে তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। বললেন, মা, তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে দেখার জন্য দিল্লি যাওয়ার জন্য বাড়ি ছাড়বে এটা আমার জানা ছিল না। আমি এসে গেছি, তুমি বাড়ি চলো।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে মা শুধু দু'টি প্রশ্ন করেছিলেন, "তু লাল সে লালবাহাদুর শাস্ত্রী কব বন গয়া? রেল কো ছোটা কর্মচারী সে মন্ত্রী কব বন গয়া? ইয়ে পাতা তু মুঝে কিউ নেহি দিয়া?'' উত্তরে শাস্ত্রী বলেছিলেন মা, আমি এখনও তোমার সেই ছোট্ট লাল। আমি মন্ত্রী হলেও জণগণের সেবক।

বর্তমানে আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকার সুট পরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এমন ঘটনা খাপ খায়? আসলে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এসব বড়ই বেমানান। সত্যিকার দেশপ্রেমের উত্তরাধিকার বিজ্ঞাপনী মানসিকতা আর দেখনপনা কখনও বহন করতে পারে না। এটা বোঝা ও বোঝানোর সময় এসেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মাতৃদর্শন

বিজয়া দশমীতে কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে সিঁদুরখেলায় অংশ নিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

নবমীতে হুগলির মগরায় দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২

প্রতিবেদন: নবমীতে হুগলির মগরায় মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। আহত আরও দুই। মগরার নন্দীপুকুরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় নতুন ব্রিজ দিয়ে তিন বন্ধু স্কুটিতে করে ফিরছিল। তখন উল্টোদিক থেকে একটি মোটর ভ্যান ব্রিজের উপর উঠতে যায়। স্কুটি ও মোটর ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্কুটিতে থাকা তিনজন ছিটকে রাস্তায় পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা অভিষেক রামকে (২৬) মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত রাজকুমার বরাই ও আমির আনসারি চিকিৎসাধীন। তিনজনের বাড়ি বড় খেঁজুরিয়া মল্লিক পাড়ায়। পুজোর মধ্যে শোকের ছায়া এলাকায়। এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারির অভাব নিয়ে সরব হন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ব্রিজ দিয়ে শুধুমাত্র মিঠাপুকুরের দিকে যাওয়া অনুমোদিত হলেও অনেকেই নিয়ম ভেঙে অন্য পথে যায়। ফলে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে।

তৎপর পুলিশ, নির্বিঘ্নে, নিরাপদে কাটল পুজো

বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে কাটল এবারের পুজো। এরজন্য অবশ্যই সাফল্যের দাবিদার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ। এ-বছর জেলায় প্রায় দু'হাজার একশোর কাছাকাছি পুজো হয়েছিল। ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। সেই ভিড়কে দক্ষ হাতে সামাল দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ। জেলার কোনও জায়গা থেকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। বড় পুজোগুলো প্রায় সবই আইন মেনেই হয়েছে। পুজো উপলক্ষে খোলা হয়েছিল দুটি কন্ট্রোল রুম। এই কন্ট্রোল রুম থেকে ২৪×৭ নজরদারি চলেছে। নির্বিঘ্নে পুজো শেষ হওয়ায় দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। প্রশাসনের তরফে থেকে হেল্পলাইন চালুর পাশাপাশি আইডি কার্ড, ড্রোন-সহ মহিলাদের সেফটির জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছিল সিসি ক্যামেরার নজরদারি। এসপি বিশপ

সরকার এবং এএসপি মিথুনকুমার দে-র নেতৃত্বে পুলিশ, প্রশাসন যে কাজ করে দেখাল তাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দারা খুশি।

বসিরহাটে টর্নেডো, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, বসিরহাট: বসিরহাটের পাথরঘাটা এলাকায় বৃহস্পতিবার দশমীর দিন আচমকা টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক বাড়ি। তবে এই দুর্যোগে অনেকে আহত হলেও এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কোনও খবর নেই। এদিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এলাকা পরিদর্শনে যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। বিকেল চারটে নাগাদ সন্দেশখালি ১ ব্লকের আগারহাটি পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা এলাকায় হঠাৎ টর্নেডো ঝড় হয়। আর সেই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় শতাধিক বাড়ি। প্রায় ৩০টি ইলেকট্রিকের খুঁটি

ও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে যায়। ঝড়ের খবর পাওয়ামাত্রই এলাকায় যান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও সন্দেশখালি ১ ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেনের প্রতিনিধিরা। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোতে উপযুক্ত ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উদ্যোগে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উদ্যোগে ইতিমধ্যে এলাকায় বেশ কিছু মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চাপা পড়ে যাওয়া এক মহিলা ও এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় তার জন্য ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

বারাসতের ৮-এর পল্লির মণ্ডপ তামিলনাড়ুর রামেশ্বর মন্দির।

আবার এসো মা, প্রতিমা বরণে পাওলি দাম।

অশোকনগরে মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন: দশমীর সকালে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হল। এদিন ভোরে যশোহর রোড সংলগ্ন ঝোপের ভিতর পড়ে থাকা দেহটি প্রথম এলাকারই এক মহিলা দেখতে পান। মহিলার চিৎকারে এলাকার মানুষ আসেন। খবর পেয়ে পুলিশে আসে। তারা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত মহিলার মাথা-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। খুন না দুর্ঘটনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ। মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মহিলাকে ওখানেই খুন করা হয়েছে নাকি অন্য জায়গায় সেই বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বেঙ্গালুরুর পালবাড়ির পুজোয় বাঙালি সংস্কৃতির সেতুবন্ধন

বেঙ্গালুরু: দূরে থাকলেও উৎসব মানেই বাঙালির আবেগে কলকাতার রং মিশে থাকে। বেঙ্গালুরুর হিন্দুস্থান এরোনটিক এলাকায় পালবাড়ির দুর্গাপুজো শুধু এক মণ্ডপ নয়, প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে এটি যেন এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। মায়ের প্রতিমা আসে কলকাতা থেকেই, উপাচারও আসে বাংলার মাটির ঘ্রাণ মেখে। আর সেই সুবাসে মিলেমিশে যায় ভিনরাজ্যের মানুষজন। মহালয়া থেকেই শুরু হয়ে যায় পুজোর রীতি রেওয়াজ। জাঁকজমক ও ঐতিহ্য বজায় রেখেই কলকাতার ব্রাহ্মণই পুজো করেন। মিষ্টি, হালুয়া থেকে খাওয়াদাওয়ার রকমারি পদ— সবেতেই থাকে বাঙালিয়ানা। পাল পরিবারের কর্তা সীতাংশুশেখর পাল বলেন, "আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকেই বাংলা পড়তে পারে না। কিন্তু তারা যখন এখানে ঢাকের শব্দ শোনে, মায়ের আরাধনা দেখে বা ভোগ খেতে বসে, তখন বুঝতে পারে এটাই তাদের শিকড়।"

আত্মঘাতী কিশোরী

প্রতিবেদন: পুজোয় ছুটি পায়নি বাবা। ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ফেরা হয়নি বাড়িতে। পুজোয় বাবাকে না পেয়ে অভিমানে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হল কিশোরী কন্যা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামজয় ঘেরি গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা মিহির সরদার কর্মসূত্রে অন্ধ্রপ্রদেশে থাকেন। পুজোয় তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু পুজোর আগে তাঁর ফেরা হয়নি। তিনি জানান বুধবার ফিরবেন। এরপর ফোনে বাবার কাছে বারবার বাড়ি ফেরার আবদার করতে থাকে মেয়ে। তারপরই বছর পনেরোর ওই নাবালিকা কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয়।

বিজয়া দশমীতে মায়ের বিসর্জন। শহরের একটি ঘাটে।

বিসর্জনে শৈশব। বিজয়া দশমীতে কলকাতার কাশী মিত্র ঘাটের এক ঝলক।

আমার বাংলা
3 October, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রশাসনের সুব্যবস্থায় নির্বিঘ্নে বিসর্জন

জলপাইগুড়িতে ক্রেনের সাহায্যে ভাসান দেওয়া হচ্ছে প্রতিমা।

রায়গঞ্জের কুলিক নদীতে বিসর্জন।

আর্থিকা দত্ত ও অপরাজিতা জোয়ারদার

পুজো শেষে বিসর্জন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে আগাম ব্যবস্থা নিয়েছিল প্রশাসন। নদী ঘাটগুলিতে বিশেষ নজরদারি, পরিদর্শন চলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বিশেষ করে উত্তরের খরস্রতা নদীগুলিতে ছিল নজরদারি। হড়পা বান এলেও যেন বিসর্জন পর্ব নির্বিঘ্নে মেটে সে নিয়ে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। এই তৎপরতার কারণেই নির্বিঘ্নে মিটেছে বিসর্জন পর্ব। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে এবারের দুর্গা বিসর্জন যেন হয়ে ওঠে এক অনন্য নজির। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতনী রীতির সাথে মিশল আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের ভিড় জমা প্রতিটি ঘাটে দেখা গেল তৃণমূল সরকারের পরিকল্পিত তৎপরতা। প্রশাসনের কড়া নজরদারির পাশাপাশি নিরাপত্তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ মানুষ। প্রতিটি বিসর্জন ঘাটে ছিল বিশেষ প্রস্তুতি। শক্তপোক্ত ঘাট তৈরি থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন, সর্বত্র সরকারের নজর। বিশেষ করে ডুয়ার্সের হড়পা বানপ্রবণ বিসর্জন ঘাটগুলিতে রাখা হয়েছিল অতিরিক্ত সতর্কতা। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের সরকার সবসময় মানুষের আনন্দ ও নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। দুর্গা বিসর্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের ভিড় সামলাতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। মানুষ আনন্দ করুক, নিরাপদ থাকুক এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।" জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, "২০২২ সালের দুর্ঘটনা আমাদের সকলকে শিখিয়েছিল কতটা সতর্ক থাকতে হয়। সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এবছর সরকার যেভাবে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে তা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। একইভাবে বৃহস্পতিবার তিথি অনুযায়ী দশমী পুজো সম্পন্ন হয়েছে। এরপরই সিঁদুরখেলার শেষে শুরু হয়ে গিয়েছে বিসর্জন পর্ব। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি একই ছবি উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে। দশমীর পুজো শেষে রায়গঞ্জের কুলিক নদীর ঘাটে ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের ছবি লক্ষ্য করা গিয়েছে। রায়গঞ্জে বন্দর শ্মশানঘাটেও এদিন যথেষ্ট তৎপরতার সাথে বিভিন্ন বনেদি বাড়ির প্রতিমাগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা বিসর্জন পর্বের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রায়গঞ্জ পুরসভা। এদিন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, পুরসভা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঘাট সহায়করা এই বিসর্জন সম্পন্ন করবে। বাড়ি বা ক্লাবের দু'জন ঘাটে প্রতিমার সঙ্গে যাবে। রয়েছে মেডিক্যাল ক্যাম্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো ২, ৩ ও ৪ অক্টোবর এই তিন দিন ধরে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভার নজরদারিতে চলবে বিসর্জন। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিমা এক-একদিনে বিসর্জন করা হচ্ছে। অপরদিকে জোর তৎপরতায় চলছে কার্নিভালের প্রস্তুতি।

আসছে বছরের অপেক্ষায়

আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়িতে সিঁদুরখেলায় মেতেছেন মহিলারা।

দশমীর সকালে বিদায়ের আবেগে সিঁদুরে রাঙা শিলিগুড়ি।

দার্জিলিংয়ের নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষও মাতলেন সিঁদুরখেলায়।

বালুরঘাটে বরণ শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনের পথে শামিল মহিলারা।

দশমীতে উদ্বোধন বিসর্জন ঘাটের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: পুজোর মধ্যেও অব্যাহত রাজ্যের উন্নয়নকাজ। বিজয়া দশমীতে নবরূপে সজ্জিত কালিয়াগঞ্জ পুরসভার প্রতিমা বিসর্জন ঘাটের উদ্বোধন করলেন চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা। গ্রিনসিটি মিশন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এবং পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এই সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত সরকার, জেলাপরিষদের কো-মেন্টর অসীম ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক তপন দেবসিংহ প্রমুখ।

উদ্বোধনের পুর চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা।

ধসে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম

সংবাদদাতা শিলিগুড়ি: উত্তর সিকিমে ধস-দুর্যোগ, দশমীর দিনে পর্যটকদের ভোগান্তি। টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ধস উত্তর সিকিমের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যত বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ফলে দশমীর দিনেই বহু পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঙ্গান-চুংথাং সংযোগকারী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এখন অচল। টুং-নাগা নতুন সড়ক ধস ও সিঙ্কিং জোনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বন্ধ রয়েছে। ফিডাং-সাংলালাং রোড রিংখোলা এলাকায় ধসে থমকে আছে। একইভাবে সাংলালাং-শিপগিয়ার রোডও এডিএমএস অঞ্চলে আটকে গেছে, যদিও উদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজ চলছে। সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থা চুংথাং-লাচেন রাস্তায়, যা এখনও পুরোপুরি অবরুদ্ধ।

পুলিশের মানবিক উদ্যোগ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বৃহস্পতিবার করণদিঘি ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে বারডাঙ্গি সেবা নিকেতন বৃদ্ধাশ্রমে থাকা প্রবীণ নাগরিকদের করণদিঘি ব্লকের পুজো মণ্ডপগুলিতে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করানো হয়। বৃদ্ধাশ্রম থেকে প্রায় ২৫ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা টুঙ্গিদিঘিতে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে নিয়ে যান। পাশাপাশি টুঙ্গিদিঘিতে করণদিঘি ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে তাঁদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। দুপুরে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের খাবারও খাওয়ান করণদিঘির ট্রাফিক পুলিশ অফিসার সামিম ইকবাল আনসারি, কার্তিক দত্ত, জিতেন বর্মন সহ ট্রাফিকের কর্মরত পুলিশ কর্মীরা। ট্রাফিক পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা।

ধামসা-মাদলের তালে সম্পন্ন চা-বাগানের দুর্গোৎসব

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার শিকারপুর চা-বাগানের দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠক মন্দিরে শতবর্ষের দুর্গাপূজা যেন প্রতি বছর নতুন করে আবেগের স্রোত বইয়ে দেয় উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে। এই ঐতিহ্যবাহী পুজো উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রীতি মেনে আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষদের নিয়ে দশেরা উৎসব হল। এই মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী, শনিবার মেলা শেষ হওয়ার পর প্রতিমার বিসর্জন হবে রবিবার। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে একাত্মতার ছবি ফুটে ওঠে। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় এদিন আদিবাসী ভাইবোনদের সঙ্গে মাদল বাজিয়ে আনন্দে শামিল হন। স্থানীয় মানুষের উচ্ছ্বাস ও ভালবাসায় ভরপুর হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ। বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, এই দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি উত্তরবঙ্গের মানুষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আবেগের প্রতীক। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমি সত্যিই গর্বিত যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাইবোনদের সঙ্গে একসঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে পারছি। তৃণমূল সরকার সবসময় চা-বাগানের শ্রমিক, আদিবাসী সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের পাশে ছিল এবং থাকবে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মাঝে এদিন আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল তৃণমূল সরকার শুধু উন্নয়ন নয়, মানুষের হৃদয়ের সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে উৎসবে মাতলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গণবিক্ষোভ অব্যাহত। সেনার গুলিতে গত ৩ দিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২। সংঘর্ষে জখম অন্তত ২০০। ৩৮ দফা দাবি নিয়ে পাক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে অধিকৃত কাশ্মীরের আমজনতা

দেশ বিদেশ

এসআইআর : স্থানান্তর-ডুপ্লিকেশন ও মৃত্যুর কারণেই বাদ ৯৯ শতাংশ নাম

বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি

পাটনা : নিবিড় সংশোধনের পরে বিহারের যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন, তাতেও প্রকট হয়ে উঠেছে স্বচ্ছতার অভাব। বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট অসঙ্গতি। অভিযোগ উঠেছে বিজেপি-কমিশনের যৌথ কারচুপির। প্রশ্ন উঠেছে, নাগরিকত্ব প্রমাণের পরিচয়পত্রের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কি আদৌ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে নির্বাচন কমিশন? কমিশনের তথ্য বলছে, ৯৯ শতাংশ নামই বাদ পড়েছে মৃত্যু, স্থানান্তর এবং ডুপ্লিকেশনের কারণে। নাগরিকত্বের ইস্যু আদৌ ফ্যাক্টর নয়।

কমিশনের চূড়ান্ত তালিকায় সন্দেহের সূত্রপাত বিদেশি নাগরিকদের নাম নিয়ে। কতজন বিদেশির নাম তালিকা থেকে আদৌ বাদ দেওয়া হয়েছে তা মোটেই জানায়নি নির্বাচন কমিশন। কেন বিষয়টি অন্ধকারে রাখা হল তা নিয়ে কোনও ব্যাখ্যাও দেননি বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। আরও রহস্যজনক বিষয় হল, বাদ দেওয়া পুরুষ এবং মহিলা ভোটারের নাম, বিশেষ করে, বাদ যাওয়া মহিলা ভোটারের শতাংশের হিসাবও দেয়নি কমিশন। সন্দেহটা গভীর হয়েছে এখানেই। প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপির নির্দেশে কারচুপি ঢাকতেই কি এই অপকৌশল কমিশনের? তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, চূড়ান্ত তালিকায় নাগরিকত্ব ইস্যু আদৌ কোনও ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কমিশনের তথ্যের দাবি, বাদ যাওয়া নামের ৯৯ শতাংশই মৃত্যু, স্থানান্তর এবং ডুপ্লিকেশনের কারণে। বিহারের বিরোধী দল আরজেডি অবশ্য মনে করছে সুপ্রিম কোর্টের কড়া পদক্ষেপের ফলে বিজেপি তথা এনডিএ সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। গণহারে যে বিশাল সংখ্যার ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিল মোদির সরকার তা মাঠে মারা গিয়েছে। একই মত কংগ্রেসেরও।

লক্ষণীয়, জুন থেকে শুরু হওয়া এসআইআরের পরে গত মঙ্গলবার বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সংযুক্তি-বিযুক্তির পরে বাদ পড়ল প্রায় ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

জেল ভেঙে পালাল ৬ আসামি

আগরতলা : ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম। বিজেপি সরকারের অপদার্থতার চরম নিদর্শন। নবমীতে ত্রিপুরার ধর্মনগর কালিকাপুরের সাবজেল ভেঙে পালাল ৬ বন্দি। ভোরে দু'দল বন্দির মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ। সেই সুযোগেই কারারক্ষীদের মারধর করে মূল ফটক ভেঙে সংশোধনাগার থেকে চম্পট দেয় সাজাপ্রাপ্ত ৬ দাগি দুষ্কৃতী। এদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। রয়েছে অসমেরও এক বাসিন্দা। পলাতক আসামিদের আক্রমণে গেদু মিয়া নামে এক জেলরক্ষী গুরুতর জখম হয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

বাংলাদেশের জামালপুরে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

নয়ডা কালীবাড়িতে বিজয়ায় সিঁদুরখেলায় মেতেছেন মহিলারা।

জেলে আক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রী

লখনউ : ভয়াবহ অবনতি যোগীরাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির। রক্ষা নেই সংশোধনাগারের হাসপাতালে প্রাক্তন মন্ত্রীরও। বুধবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে কারাগারের হাসপাতালেই হামলার মুখে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সমাজবাদী পার্টির নেতা গায়ত্রী প্রজাপতি। এক সহবন্দি ভাঙা আলমারির অংশ দিয়ে আচমকা আক্রমণ করে তাঁর মাথায়। মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন গায়ত্রী। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে যোগী সরকারকে দায়ী করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। দাবি করেছেন বিচারবিভাগীয় তদন্ত। গায়ত্রীর স্ত্রী বিধায়ক মহারাজী প্রজাপতির অভিযোগ, জেলের মধ্যে খুনের চেষ্টা হয়েছিল তাঁর স্বামীকে। লক্ষণীয়, ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে যোগী ক্ষমতায় আসার ৪ দিনের মধ্যেই গণধর্ষণের গ্রেফতার করা হয়েছিল গায়ত্রী এবং তাঁর ৬ সঙ্গীকে।

দুই বিমানের মুখোমুখি ধাক্কা

নিউইয়র্ক : অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল দু'টি যাত্রীবোঝাই বিমান। নিউইয়র্কের লাগাডিয়া বিমানবন্দরে প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা খেল যাত্রিবাহী উড়ানদু'টি। সংঘর্ষে দু'টি বিমান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গতি কম থাকায় আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন যাত্রীরা। সামান্য জখম হয়েছেন এক বিমানকর্মী। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার রাতে একটি ডেল্টা উড়ান লাগার্ডিয়া বিমানবন্দর থেকে ভার্জিনিয়ার রোয়ানোকের উদ্দেশ্যে যখন ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই ডেল্টা সংস্থার আর একটি উড়ান উত্তর ক্যারোলাইনার শার্লট থেকে লাগার্ডিয়ায় অবতরণ করে। ট্যাক্সিওয়েতে একটি বিমানের ডানা ধাক্কা মারে অপর বিমানটির পেটে।

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

সেই দশেরা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী এক্সে লেখেন, সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সবরকম সাবধানতা ও সর্তকতা অবলম্বন করে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে দশেরা উৎসব পালন করুন। সত্য ও ন্যায় অশুভর উপর জয়যুক্ত হোক।

জলে ডুবল যাত্রী-সহ আস্ত গাড়ি

(প্রথম পাতার পর)

মনোজ এআইটিসির এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়, না এটা কলকাতা নয়, বঙ্গবিজেপির তথাকথিত 'সোনার উত্তরপ্রদেশ'! আর হ্যাঁ, এখানে ৩০০ মিমি বৃষ্টিও হয়নি। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন 'যোগী' বলো নয়তো 'ভোগী' সরকারের মথুরার চিত্র। পুরো মথুরায় যেন মা যমুনা এসে হাজির হয়েছেন। এবার ট্রোল করবে না বিজেপি! ভোট এলেই বিজেপির বড়, মেজ, ছোট সব নেতা-নেত্রীদেরই একই বুলি, ক্ষমতায় এলে তাঁরা 'সোনার বাংলা' গড়ে দেবেন। অথচ এতদিন ধরে যে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায়, সেখানে এখনও 'সোনার উত্তরপ্রদেশ' গড়তে পারেনি বিজেপি। সোশ্যাল মিডিয়ার এই ছবিই তার প্রকৃত উদাহরণ। বিজেপি যেখানে দশকের পর দশক ক্ষমতায় থেকেও সোনার রাজ্য গড়তে পারল না। আবার তারা কি না এ-রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে সোনার বাংলা গড়বে!

প্রবল বৃষ্টিতে রাজস্থানে ধূলিসাৎ রাবণের কুশপুতুলের বাজার, মাথায় হাত শিল্পীদের

জয়পুর : দশেরার আনন্দের মুখেই শিল্পীদের মুখে বিষাদের ছায়া। রাবণ বধের আগেই প্রবল বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল রংবেরঙের অজস্র রাবণের কুশপুতুল। মঙ্গলবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল জয়পুর শহরের অন্তত ২৫টি কুশপুতুলের দোকান। প্রতিটি দোকানে শুধুমাত্র লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিই হয়নি, ধ্বংস হয়ে গেল প্রায় মাসতিনেকের একাগ্রতায় ফুটিয়ে তোলা নিখুঁত শিল্পনৈপুণ্যও। নিঃস্ব হয়ে গেলেন অজস্র শিল্পী। একটু লাভের আশায় শেষ সম্বলটুকুও বিনিয়োগ করেছিলেন শতাধিক শিল্পী। এখন কীভাবে পেট চলবে তাঁদের, সেই চিন্তাতেই দিশাহারা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, উৎসবের মাঝে এই নিঃস্ব শিল্পীদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেনি রাজস্থানের বিজেপি সরকার। আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া তো দূরের কথা। সারাবছর চাষবাস কিংবা দিনমজুরের কাজ করে জমানো পুঁজি এই শিল্পে তাঁরা ব্যয় করেন বলে জানালেন কয়েকজন শিল্পী। রঙিন কাপড় আর কাগজের তৈরি অত্যন্ত আকর্ষণীয় রাবণের কুশপুতুল কিনতে এখানে প্রতিবছর ভিড় জমান কাছে-দূরের বহু মানুষ। কিন্তু এবারে প্রকৃতির খেয়ালে দশেরার মুখেই সব শেষ।

দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনে ট্রাক্টর উল্টে মৃত ১৪

ভূপাল : মর্মান্তিক! দুর্গাপুজোর বিসর্জনে ট্রাক উল্টে জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল অন্তত ১৪ জনের। ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলায়। বিসর্জনের সময় গ্রামবাসী বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে গিয়ে জলে পড়ে যান ১৮ জন। মৃত্যু হল তার মধ্যে অন্তত ১৪ জনের। খান্ডোয়া জেলার আরদালা গ্রামে স্থানীয় একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা বিসর্জনের জন্য এসেছিলেন বৃহস্পতিবার। পাদলাফাটা গ্রামের যাত্রী বোঝাই একটি ট্রাক্টর বিসর্জনের জন্য অপেক্ষা করার সময় হঠাৎ উল্টে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, ট্রাক্টরটিতে ২০ থেকে ২৫ জন ছিলেন।

প্রতিমা ভাসান, বিজয়া দশমী

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশ, পুরসভা, প্রশাসন। কিন্তু প্রতিমা বিসর্জন শেষেও উৎসবের সমাপ্তি হল না। কারণ, বিদায়ের দিনেও কলকাতার বিভিন্ন নামকরা পুজো প্যান্ডেলগুলিতে জনস্রোত অব্যাহত। সকাল ও দুপুরে মাঝারি বৃষ্টির পর দশমীর সন্ধ্যাতেও চেতলা অগ্রণী থেকে রাজডাঙার পুজোমণ্ডপে দেবীদর্শনে জনতার ঢল নামে। শেষ মুহূর্তে দুর্গোৎসবের সবটুকু আনন্দ চেটেপুটে নেওয়ার চেষ্টা আর কী!

মায়ের বিদায়বেলায় আজ মন খারাপ বাঙালির। কয়েকদিনের নিয়ম-ভাঙা উল্লাস-উচ্ছ্বাস-উৎসবের পরিসমাপ্তি। লক্ষ্মীবারের সকাল থেকে অঝোরে বিষাদ-বৃষ্টি সত্ত্বেও গঙ্গা, ইছামতীর জলে পড়ল শহর-জেলার একাধিক প্রতিমা। বৃহস্পতিবার কলকাতায় আহিরীটোলা থেকে কুমোরটুলি ঘাটে শোভাবাজার রাজবাড়ি কিংবা দাঁ বাড়ির মতো সমস্ত ঐতিহ্যবাহী বনেদি বাড়ির প্রতিমা তাঁদের শতাব্দীপ্রাচীন রীতি মেনে বিসর্জন হয়ে গেল। শহরের একগুচ্ছ বারোয়ারি, আবাসন, ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তারাও এদিনই ঢাকের তালে ধুনুচি নাচের শোভাযাত্রা শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে দেবীকে বিদায় জানান। যদিও শহর ও শহরতলির সেরা পুজোগুলি দেবীবরণ ও সিঁদুরখেলার পর তাদের প্রতিমা বিসর্জন দেয়নি। কারণ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব শেষে ৫ অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার রয়েছে পুজো কার্নিভাল। সেই কার্নিভালে শোভাযাত্রার পর সেখান থেকেই প্রতিমাগুলি বিসর্জনের উদ্দেশে রওনা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে দুর্গোৎসব যেমন আজ বিশ্বজনীন, তেমনই রেড রোডের এই রঙিন পুজো কার্নিভালও বিশ্বজোড়া আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

মাঠে ময়দানে

3 October, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত ট্রফি না নিয়ে ভুল করেছে, বললেন এবি ডিভিলিয়ার্স

হাত মেলাবেন না হরমনরাও

মুম্বই, ২ অক্টোবর : এশিয়া কাপের ছায়া মেয়েদের বিশ্বকাপেও! রবিবার টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবেন হরমনপ্রীত কৌররা। কলম্বোয় হবে এই ম্যাচ। আর ভারতীয় বোর্ডের তরফ থেকে হরমনদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানোর। ফলে রবিবারের ম্যাচে টসের সময় হরমনপ্রীত পাক অধিনায়ক ফাতিমা সানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন না। ঠিক যেমনটা এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদব করেছিলেন।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। পাকিস্তানকে হারাতে পারলে পরের রাউন্ডে ওঠার পথটা আরও সহজ হবে হরমনপ্রীতদের। তবে এই ম্যাচেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। এশিয়া কাপে হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। এবার হরমনপ্রীতরা একই পথে হাঁটলে, ফের নতুন করে শুরু হবে এই বিতর্ক। ভারতীয় শিবির অবশ্য শুধু ম্যাচের দিকেই ফোকাস করছে।

সিরাজ-বুমরা জুটিতে চাপে ক্যারিবিয়ানরা

আমেদাবাদ, ২ অক্টোবর : পেসারদের দাপটে আমেদাবাদ টেস্টের প্রথম দিনেই চালকের আসনে টিম ইন্ডিয়া। ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৬২ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর, দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছে ভারত। হাফ সেঞ্চুরি করে ক্রিজে অপরাজিত রয়েছেন কে এল রাহুল। সঙ্গে নট আউট রয়েছেন শুভমন গিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস কম রানে গুটিয়ে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেন মহম্মদ সিরাজ ও জসপ্রীত বুমরা। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন সিরাজ। ৪২ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন বুমরা। ২টি উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। একটি ওয়াশিংটন সুন্দর। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রোস্টন চেজ। কিন্তু ক্যারিবিয়ান ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই সিরাজের বলে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপল (০)। ব্যক্তিগত ৮ রানে বুমরার বলে আউট হন অপর ওপেনার জন ক্যাম্পবেল। ফলে স্কোরবোর্ডে ২০ রান তুলতে না তুলতেই দুই ওপেনারকে হারিয়ে বসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি ক্যারিবিয়ান শিবির।

দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার অ্যালিক অ্যাথানাজে (১২) ও ব্র্যান্ডন কিংকে (১৩) প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান সিরাজ। অধিনায়ক চেজও (২৪) সিরাজের শিকার। ভাল ব্যাট করছিলেন শাই হোপ। কিন্তু ২৬ রান করে তিনি কুলদীপের বলে আউট হন। সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন জাস্টিন গ্রিভস। তাঁকে আউট করেন বুমরা। শেষ পর্যন্ত, ৪৪ ওভারেই ১৬২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস গুটিয়ে দেন ভারতীয়রা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ভালই খেলছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল ও রাহুল। কিন্তু ব্যক্তিগত ৩৬ রানে অফ স্টাম্পের বল কাট করতে গিয়ে আউট হন যশস্বী। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা শাই সুদর্শনও (৭) অহেতুক শট খেলতে গিয়ে নিজের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসেন। তবে রাহুল আগাগোড়া জমাট ব্যাটিং করেছেন। দিনের শেষে তিনি ৫৩ রানে ও গিল ১৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

উইকেট শিকারি সিরাজের উৎসব। (ডানদিকে) বুমরাকে অভিনন্দন কুলদীপের। বৃহস্পতিবার।

স্কোরবোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: (প্রথম ইনিংস)

জন ক্যাম্পবেল ক জুরেল ব বুমরা ৮, ত্যাগনারায়ণ চন্দ্রপল ক জুরেল ব সিরাজ ০, অ্যালিক অ্যাথানাজে ক রাহুল ব সিরাজ ১২, ব্র্যান্ডন কিং বোল্ড সিরাজ ১৩, রোস্টন চেজ ক জুরেল ব সিরাজ ২৪, শাই হোপ বোল্ড কুলদীপ ২৬, জাস্টিন গ্রিভস বোল্ড বুমরা ৩২, ক্যারি পিয়েরে এলবিডব্লু সুন্দর ১১, জোমেল ওয়ারিকান ক জুরেল ব কুলদীপ ৮, জোহান লেন বোল্ড বুমরা ১, জেডেন সিলেস নট আউট ৬। অতিরিক্ত: ২১। মোট (৪৪.১ ওভারে অল আউট): ১৬২ রান।

বোলিং: জসপ্রীত বুমরা ১৪-৩-৪২-৩, মহম্মদ সিরাজ ১৪-৩-৪০-৪, নীতীশ রেড্ডি ৪-১-১৬-০, রবীন্দ্র জাদেজা ৩-০-১৫-০, কুলদীপ যাদব ৬.১-০-২৫-২, ওয়াশিংটন সুন্দর ৩-০-৯-১।

ভারত (প্রথম ইনিংস)

যশস্বী জয়সওয়াল ক হোপ ব সিলেস ৩৬, কে এল রাহুল নট আউট ৫৩ , শাই সুদর্শন এলবিডব্লু চেস ৭, শুভমন গিল নট আউট ১৮। অতিরিক্ত : ৭। মোট (৩৮ ওভারে ২ উইকেটে): ১২১ রান।

বোলিং: জেডেন সিলেস ৮-২-২১-১, জোহান লেন ৬-০-১৪-০, জাস্টিন গ্রিভস ৪-২-১৯-০, , জোমেল ওয়ারিকান ৬-২-২১-০, ক্যারি পিয়েরে ৯-০-২৫-০, রোস্টন চেজ ৫-০-১৬-১।

বার্সেলোনার হার, ড্র সিটির

বার্সেলোনা, ২ অক্টোবর : দেড় বছর আগের সেই রাত ফিরে এল এস্তাদিও অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল বার্সেলোনার অস্থায়ী ডেরায় বার্সাকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল পিএসজি। এবারও সেই মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারাল পিএসজি।

ম্যাচে ১৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সা। কিন্তু ৩৮ মিনিটে ১-১ করে দেন পিএসজির মায়ুলু। এরপর খেলার একেবারে অন্তিম মিনিটে পিএসজির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নাম গনসালো রামোস। অথচ এই ম্যাচে সদ্য ব্যালন ডি অর পুরস্কার জেতা উসমান ডেম্বেলেকে চোটের কারণে পায়নি পিএসজি। এই নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেল পিএসজি।

টুর্নামেন্টের অন্য একটি ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটি ২-২ ড্র করেছে মোনাকোর সঙ্গে। ১৫ মিনিটে আর্লিং হালান্ডের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল সিটি। কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে ফেলে মোনাকো। গোল করেন জর্ডন তেজে। ৪৪ মিনিটে ফের হালান্ডের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। তবে ৯০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ২-২ করে দেন মোনাকোর এরিক ডায়ার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে আর্সেনাল ২-০ গোলে হারিয়েছে গ্রিক ক্লাব অলিম্পিয়াকোসকে। ১২ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। সংযুক্ত সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বুকায়ো সাকা। এই নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরপর দুটি ম্যাচ জিতল আর্সেনাল। জয় পেয়েছে নাপোলিও। রাসমুন হইলুন্ডের জোড়া গোলে নাপোলি ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে স্পোর্টিং লিসবনকে। স্পোর্টিংয়ের একমাত্র গোলটি করেন লুইস সুয়ারেজ।

বার্সার রক্ষণ টপকে গোল করছেন পিএসজির মায়ুলু।

ভারত খুব স্পেশাল দেশ, বার্তা মেসির

প্রতিবেদন : দীর্ঘ ১৪ বছর পর ফের ভারতে আসছেন লিওনেল মেসি। ডিসেম্বর মাসের ওই সফরে প্রথমে কলকাতায় পা রাখবেন মেসি। সেখান থেকে তিনি যাবেন মুম্বই ও দিল্লিতে। আরও একটা শহরে যাবেন মেসি। তবে সেই শহরের নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এক বিবৃতিতে মেসি বলেছেন, ভারত খুব স্পেশাল দেশ। তাই সেখানে আরও একবার যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। ১৪ বছর আগে ভারত সফর করেছিলাম। দারুণ কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত কাটিয়েছিলাম।

১৩ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসিকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হবে। সেখান থেকে যাবেন লেকটাউনে, নিজের মূর্তির উদ্বোধন করতে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ১৪ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে মুম্বই পাড়ি দেবেন মেসি।